প্রকল্পের অবস্থান

৪ লেন বিশিষ্ট
২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

পটভূমি

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যানবাহন চলাচল ও পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ রাখার অন্যতম পূর্বশর্ত হল সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ২১,৫৭১ কিলোমিটার সড়ক, ৪,৯১৪টি ব্রীজ ও ১৩,৭৫১টি কালভার্ট, ৫০টি ফেরীঘাট ও ১২৯টি ফেরীর সমন্বয়ে গঠিত সড়ক নেটওয়ার্ক সংরক্ষণ ও মেরামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে।

দেশের অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক করিডোর ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক। এ করিডোরের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে রাজধানী ঢাকা ও বন্দরনগরী চট্টগ্রাম। আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় পণ্য পরিবহন তথা বাণিজ্য সম্প্রসারণে এ মহাসড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও দেশের ৮টি ইপিজেড এর মধ্যে ৫টি'ই এ জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত, যা মহাসড়কটির গুরুত্ব আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ১০ম, ২৫তম ও ৩৭তম কিলোমিটারে যথাক্রমে কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি সেতু ৩টি অবস্থিত। বর্তমানে কাঁচপুর সেতু দিয়ে দৈনিক গড়ে উভয়দিকে প্রায় ৩০,০০০ এবং মেঘনা ও গোমতি সেতুর প্রত্যেকটি দিয়ে প্রায় ২৫,০০০ যানবাহন চলাচল করছে, যা সেতুসমূহের ধারণক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা পূরণে উল্লেখিত ৩টি সেতুর পাশে ৪ লেন বিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের স্থায়ী পুনর্বাসনের নিমিত্তে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার যৌথ অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পের ডিজাইন ও কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যানজট নিরসন, দ্রুত যাতায়াত এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি জনদুর্ভোগ হ্রাস করা সম্ভব হবে। ইপিজেডসমূহ হতে চট্টগ্রাম ও ঢাকার মধ্যে যাতায়াতকাল কমে আসবে এবং পণ্য পরিবহণ দ্রুততর হবে।

এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য সেতুসমূহে উন্নত প্রযুক্তিতে ফাউন্ডেশন নির্মাণ করা হবে যা বাংলাদেশে যে কোন সেতুর ক্ষেত্রে প্রথম এবং এর ফলে সেতুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস এবং স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাবে।

সেতুসমূহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে দেশের বাণিজ্যিক প্রসার ও জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ আরও সুগম হবে। ফলশ্রুতিতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকবে এবং দেশের অগ্রযাত্রায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

প্রক্ষেপিত ৪ লেন বিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর সেতু

প্রক্ষেপিত ৪ লেন বিশিষ্ট ২য় মেঘনা সেতু

প্রক্ষেপিত ৪ লেন বিশিষ্ট ২য় গোমতি সেতু

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ	কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	ঃ	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৮,৪৮৬.৯৪ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ৬,৪২৯.২৯ কোটি টাকা জিওবি ২,০৫৭.৬৫ কোটি টাকা
অর্থায়নে	ঃ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার Japan International Cooperation Agency (JICA)
সেতুর ধরণ	ঃ	Continuous Narrow Box Steel Girder
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ	কাঁচপুর সেতু - ৩৯৬.৫ মিটার মেঘনা সেতু - ৯৩০.০ মিটার গোমতি সেতু - ১৪১০.০ মিটার
এ্যাপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য	ঃ	কাঁচপুর সেতু - ৭০৩.৫ মিটার মেঘনা সেতু - ৮৭০.০ মিটার গোমতি সেতু - ১০১০.০ মিটার
ফাউন্ডেশনের ধরণ	ঃ	RC Bored Pile & Steel Pipe Sheet Pile (SPSP)
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	ঃ	এপ্রিল ২০১৩ - অক্টোবর ২০২১